بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২২শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় রমযানের প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্র থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে পবিত্র কুরআন পাঠের গুরুত্ব ও এর সুমহান কল্যাণরাজি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা বাকারা'র ১৮৬ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন,

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی وَالۡفُرۡقَانِ ۚ فَمَنۡ شَهِدَ مِنۡکُمُ الشَّهۡرَ فَلۡیَصُمۡهُ ؕ وَمَنۡ کَانَ مَرِیۡضًا اَوۡ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّۃٌ مِّنۡ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیۡدُ اللّٰهُ بِکُمُ الۡیُسۡرَ وَلَا یُرِیۡدُ بِکُمُ الۡعُسۡرَ ۫ وَلِتُکۡمِلُوا الۡعِدَّۃَ وَلِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىکُمۡ وَلَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ.

যার অর্থ হলো, **রমযান সেই মাস যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানবজাতির জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াত ও ফুরকান বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। কাজেই, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে, কিন্তু যে ব্যক্তি রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাকে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর যেন তোমরা গণনা পূর্ণ করো এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করো যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।**

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা রমযান মাসের গুরুত্ব এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য এক মহান পথপ্রদর্শকস্বরূপ। আল্লাহ্ তা'লা এই কিতাবে সকল বিষয় পরিবেষ্টন করে, সাকুল্য পথনির্দেশনা প্রদান করে, মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার পানে অগ্রসর হওয়ার সকল পথ বাতলে দিয়ে, শয়তানের সকল (প্রলোভনের) ফাঁদ সম্পর্কে সতর্ক করে, বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগত বিষয়াদি সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করে আর সেসবের আশঙ্কা সম্পর্কে অবগত করে তা থেকে মুক্তির উপায় অবহিত করে, নাস্তিক্যবাদের মোকাবিলা করার পথ বাতলে দিয়ে, শির্ক সম্পর্কে সতর্ক করে এবং এথেকে মুক্তির উপায় শিখিয়ে; মোটকথা সকল বিষয় যা বর্তমানে বিদ্যমান কিংবা অতীতকালে ছিল অথবা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এই সব বিষয় পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার এবং হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সকল পন্থা এই সর্বশেষ কামেল ও পরিপূর্ণ শরীয়তে বর্ণনা করে দিয়েছেন। কাজেই, সৌভাগ্যবান সে যে এই মহান কিতাবকে নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এর ওপর আমল করে এবং নিজের ইহ ও পরকালকে সুসজ্জিত করে। সত্যবাদিতা অবলম্বন করুন এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হোন, তবেই স্বীয় বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহারের দৃশ্যও অবলোকন করবেন।

হুযূর (আই.) বলেন, আগামীকাল মসীহ্ মওউদ দিবস, যেদিন আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে জলসা'র আয়োজনও করে থাকি এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)'র আগমন সম্পর্কে আলোচনাও করে থাকি। কিন্তু ঈমানের উন্নতি কেবল এ পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রেক্ষাপটে যে ধনভাণ্ডার দান করেছেন তা অধ্যয়ন এবং এর প্রতি আমল করা আর একে জীবনের অংশ বানিয়ে নেয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— যা ব্যতিরেকে আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না। অতএব, এদিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত। রমযানে নিছক রোযা রাখা, ফরয নামায পড়া এবং কিছু নফল ইবাদত করলেই রমযানের প্রাপ্য হক্ব আদায় হয় না, বরং পবিত্র কুরআন পাঠ এবং এর নির্দেশাবলী অনুসন্ধান করে এসবের ওপর আমল করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং এথেকে কল্যাণরাজি আহরণের পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অসংখ্য বইপুস্তক রচনা করেছেন যেগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত অর্থে পবিত্র কুরআন থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি। হুযূর (আই.) বলেন, এর মধ্য থেকে তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি এখন আমি উপস্থাপন করব।

প্রথমে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা করছি। **রমযানে বিশেষভাবে নূন্যতম প্রত্যেকের দৈনিক এক পারা কুরআন পাঠ করা উচিত যেন পুরো মাসে কমপক্ষে একবার কুরআন খতম করা যায়।** হযরত জিব্রাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর সাথে প্রতি রমযানে সম্পূর্ণ কুরআন একবার এবং তাঁর জীবনের শেষ রমযানে দু'বার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাই পবিত্র কুরআন পাঠের অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়টি প্রত্যেকের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উপরোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, **শাহ্রু রামাযানাল্লাযী উনযিলা ফিহিল কুরআন- এই একটি বাক্য দ্বারাই রমযান মাসের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য প্রতিভাত হয়। সূফী-সাধকরা লিখেছেন, এই মাস হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করার জন্য উত্তম একটি মাস। এ মাসে অজস্র ধারায় কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ হয়ে থাকে। নামায আত্মাকে পবিত্র করে আর সওম তথা রোযা হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করে। আত্মিক পরিশুদ্ধির অর্থ হলো, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার কবল থেকে মুক্তি লাভ করা। আর হৃদয় জ্যোতির্মণ্ডিত হওয়ার অর্থ হলো, তার প্রতি দিব্যদর্শনের দ্বার উন্মোচিত হওয়া যেন সে খোদা তা'লাকে দেখতে পায়।**

তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন এবং অনুধাবনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, **আমি কুরআন শব্দটি নিয়ে প্রণিধান করেছি। তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়, এই পবিত্র শব্দটিতে একটি শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে আর তা হলো, এর নাম কুরআন অর্থাৎ পাঠযোগ্য গ্রন্থ আর এক সময় এটি অনেক বেশি অধ্যয়নের যোগ্য কিতাব বলে বিবেচিত হবে যখন আরও অনেক পুস্তকাদি এর পাশাপাশি পাঠের অংশীদার হবে। সে সময় ইসলামের সম্মান রক্ষার্থে এবং মিথ্যার মূলোৎপাটন করতে এটিই এমন এক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে যা পাঠের যোগ্য হবে এবং অন্যান্য কিতাবসমূহ একেবারে পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হবে।** তিনি (আ.) বলেন, **এখন সমস্ত**

পুস্তকাবলী পরিত্যাগ করো এবং রাতদিন আল্লাহ্‌র কিতাব অধ্যয়নে রত হও। বড়ই বেঈমান সেই ব্যক্তি যে পবিত্র কুরআনের প্রতি অভিনিবেশ করে না এবং অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঝুঁকে থাকে। আমাদের জামা'তের সদস্যদের উচিত পবিত্র কুরআনের প্রতি মনোযোগ ও অভিনিবেশে নিজেদের প্রাণ ও আত্মাকে নিবেদিত করা এবং হাদীস অধ্যয়ন পরিত্যাগ করা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, পবিত্র কুরআন ততটা অধ্যয়ন করা হয় না যতটা বিভিন্ন হাদীস অধ্যয়ন করা হয়। এ যুগে পবিত্র কুরআনের অস্ত্র হাতে ধারণ করলে বিজয় অর্জিত হবে। এ জ্যোতির বিপরীতে কোনো অন্ধকার আর টিকতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, **এটি কত বড় অন্যায় যে, ইসলামী নীতিসমূহ এবং কুরআনকে পরিত্যাগ করে এক জগৎপুজারী জাতির অনুসরণ করা হবে অথচ যা এক পশুতুল্য জগতকে মানুষে এবং মানুষকে খোদাপ্রেমী মানুষে পরিণত করেছে। যারা চায় ইসলামের উন্নতি হোক এবং এর মাঝে প্রাণের সঞ্চার হোক; অথচ পাশ্চাত্যকে নিজেদের কিবলা বানাতে চায় আর মনে করে যে, প্রাচ্য অনেক উন্নতি করেছে তাই তাদেরকে নিজেদের পথপ্রদর্শক বানাতে চায়– তারা কখনোই সফল হতে পারবে না। তারাই সফলতা লাভ করবে যারা পবিত্র কুরআনের অনুসরণে জীবনযাপন করে। আর এটি ইহজগতেরও সফলতা, ধর্মজগতেরও সফলতা এবং পরকালেরও সফলতা। জগৎপূজারীরা কেবলমাত্র ইহলৌকিক সফলতায় সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু সব ধরনের সফলতা যদি পেতে চাও তাহলে তা কেবল পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।**

তিনি (আ.) বলেন, **কুরআনকে পরিত্যাগ করে সফলতা এক অসম্ভব ও অচিন্তনীয় বিষয় আর এরূপ সফলতা এক মরীচিকাস্বরূপ যার অনুসন্ধানে এই লোকেরা নিমগ্ন হয়ে আছে।**

পবিত্র কুরআনের প্রতি মুসলমানদের উদাসীনতা এবং এটি পাঠে অলসতার উল্লেখ করে অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি (আ.) বলেছেন, **আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন যিনি এসে জগতের সামনে সেই খোদাকে উপস্থাপন করেছেন যা মানবীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করে আর এর পরিপূর্ণ বর্ণনা খোদা তা'লার ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে।** তিনি (আ.) বলেন, **আমি এ পর্যায়ে অমুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তাদের সম্পর্কে বলব যারা মুসলমান আর তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই বলব, হে আমার প্রভু! আমার জাতি কুরআনকে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছে।**

তিনি (আ.) বলেন **'স্মরণ রেখো! পবিত্র কুরআনই সত্যিকার কল্যাণ ও প্রকৃত মুক্তির উৎস। এটি সেসব লোকের দুর্বলতা যারা পবিত্র কুরআনের ওপর আমল করে না। যারা আমল করে না তাদের মধ্যে একদল তো এর ওপর বিশ্বাসই রাখে না এবং এটিকে আল্লাহ্ তা'লার বাণী বলেই মনে করে না। এরা তো অনেক দূরে অবস্থান করছে। কিন্তু যারা এই বিশ্বাস রাখে যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং এটিই পরিত্রাণের মাধ্যম, তারা যদি এই গ্রন্থের ওপর আমল না করে তাহলে এটি কত বড় আশ্চর্য ও পরিতাপের বিষয়! এদের মধ্যে অনেকেই এটিকে তাদের সমগ্র জীবনে কখনো পড়েও নি। অতএব, এমন মানুষ যারা খোদা তা'লার বাণী সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন ও নির্বিকার তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যার এটি জানা আছে যে, অমুক ঝর্ণার পানি অত্যন্ত**

স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও শীতল এবং সেই পানি অনেক ব্যাধির আরোগ্যের কারণ; এই সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং পিপাসার্ত ও অনেক রোগে আক্রান্ত থাকার পরেও সে সেই প্রস্রবণের নিকট যায় না।

হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে কুরআনের অর্থ অনুধাবন এবং এর প্রতি আমল করার তৌফিক দিন। শুধুমাত্র রমযানেই নয়, বরং আমরা যেন সর্বদা কুরআনের শিক্ষানুযায়ী জীবনযাপনকারী হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ রমযানে এবং পরবর্তীতেও সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

এরপর জামা'তের সদস্যদের কাছে দোয়ার আহ্বান জানিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, নিজেদের দোয়ায় ফিলিস্তিনিদের স্মরণ রাখুন। অনুরূপভাবে সুদানের সাধারণ জনগণের জন্যও দোয়া করুন। ফিলিস্তিনে এবং সুদানে মানুষ ক্ষুধার্ত মারা যাচ্ছে। একইভাবে অন্যান্য মুসলমান দেশগুলোর পরিস্থিতিও অবর্ণনীয়। রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজের দেশের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করছে, মানুষ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতিও কৃপা করুন। ইয়েমেন ও পাকিস্তানের আহমদী কারাবন্দীদের দ্রুত মুক্তির জন্য দোয়া করুন এবং পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার জন্যও দোয়া করুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। যারা হলেন, আমেরিকার মুকাররম ডা. উযীর উদ্দীন মনসুর আহমদ সাহেব, কানাডার মুকাররম হাসান আবেদীন আগা সাহেব, সৌদি আরবের মুকাররম উসমান হুসাইন মুহাম্মদ খায়ের সাহেব, আলজেরিয়ার মুকাররম মুহাম্মদ যাহরাবী সাহেব, রাবওয়ার মুকাররম সাঈদ আহমদ ওড়ায়েচ সাহেব এবং হল্যাণ্ডের মুকাররম শাহ্বাজ গোন্দল সাহেব। হুযূর (আই.) প্রয়াতদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)